গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-১ অধিশাখা)
www.mincom.gov.bd

স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৬.৩২.০৪২.১৮.৪৫৭

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪২৫ / ০৪ নভেম্বর ২০১৮

প্রেরক : মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব

প্রাপক : আহবায়ক
সিরাজগঞ্জ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
মালাবি, স্টেশন রোড, সিরাজগঞ্জ।

বিষয় : বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩ (২) ধারার অধীনে 'সিরাজগঞ্জ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি' এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩(২) ধারার বিধানমতে সরকার কর্তৃক **'সিরাজগঞ্জ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'** এর নামে **০৪-১১-২০১৮খ্রিঃ তারিখে ১৭/২০১৮ নম্বর** লাইসেন্স মঞ্জুর করা হল। এক্ষণে এ সংগঠনটিকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার অধীন একটি বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.০ লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো:-

(ক) সংগঠনটি সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় সংশোধন করতে বাধ্য থাকবে;

(খ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধি যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মন্ত্রণালয়ে আরও পরীক্ষা করে পরিবর্তিত আকারে সরকার অনুমোদন করেছেন। এ ছাড়া প্রয়োজনে এতে সরকার নির্দেশিত যে কোন সংশোধন/পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

(গ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির মধ্যে কোন অসংগতি বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এটি নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিকট উপস্থাপনের সময় সংশোধন করতে হবে এবং ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে **ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি** এর সদস্যভূক্তির জন্য আবেদন করতে হবে;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংগঠনটিকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধক, যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর-এর নিকট নিবন্ধিকরণ করতে হবে;

(ঙ) যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের পূর্বে সংগঠনটিকে কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং এর আওতাধীন প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করতে হবে;

(চ) রেজিস্ট্রার পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনের পর ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটি দ্বারা সংগঠনটি পরিচালনা করতে হবে;

(ছ) বর্ণিত শর্তাবলীর যে কোন একটি পূরণ করা না হলে বিনা নোটিশে লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হবে।

৩.০ নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকৃত হবার পর উদ্যোক্তাগণের TIN সহ দু'টি ছাপানো সংঘস্মারক ও সংঘবিধির কপি উক্ত অফিস কর্তৃক সত্যায়িত করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হবে। অনুমোদিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হল। নিবন্ধিকরণ প্রত্যয়ন পত্রের দু'টি ফটোকপি অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ দেয়া হল।

৪.০ যে সকল শর্ত এবং বিধি বিধান সরকার সময় সময় উপযুক্ত মনে করে আরোপ করবেন বা নির্ধারণ করে দেবেন সেগুলো এ সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হবে। এ ব্যাপারে সরকার কোন নির্দেশ দান করলে সংগঠনটিকে এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.০ এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করছি যে, উল্লিখিত এবং সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে বর্ণিত শর্তাবলীর কোনরূপ ব্যত্যয় বা লংঘন করা হলে এ সংগঠনকে প্রদত্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধিকরণের কোন কার্যকারিতা থাকবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে এটি অচল বলে গণ্য হবে।

৬.০ এ লাইসেন্স গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকার জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:-

১। নিবন্ধক, যৌথমুলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
২। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ।
৩। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-১ অধিশাখা)
www.mincom.gov.bd

লাইসেন্স নং ১৭/২০১৮

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪২৫ / ০৪ নভেম্বর ২০১৮

বিষয় : **১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ এর ৩ (২) নং ধারার ক্ষমতাবলে প্রদত্ত লাইসেন্স।**

যেহেতু সরকারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, **'সিরাজগঞ্জ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'** নামে একটি বাণিজ্য সংগঠন অথবা এতে নিয়োজিত কোন দল, গোষ্ঠি বা শ্রেণীকে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবার উদ্দেশ্যে গঠিত হতে যাচ্ছে ; এবং

যেহেতু উক্ত সংগঠনের অর্জিত লাভ এবং অন্যান্য আয় কেবলমাত্র এ সংগঠনের উন্নতি সাধনকল্পে ব্যয়িত হবে এবং এর সদস্যগণের মধ্যে এ লাভ, লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হবে না বলে উক্ত সংগঠন মনস্থ করেছে;

সেহেতু ১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ এর ৩(২) ধারা অনুসারে (১৯৬১ সনের অধ্যাদেশ নং XLV) সরকার সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত সংগঠনটিকে এ লাইসেন্স প্রদান করলেন এবং ১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের (১৯৯৪ সনের ১৮ নম্বর আইন) আওতায় সীমিত দায় সহকারে এর স্ব-নামের সাথে ''লিমিটেড'' শব্দটি ব্যবহার না করে যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে একটি কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে এ লাইসেন্স ইস্যু করা হলো:-

(ক) এ সংগঠনের ১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশের ও পরবর্তীতে এর আওতায় জারীকৃত আদেশ, বিধি-বিধানসমূহ (যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযোজিত হয়েছে) পালন করবে;

(খ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধির যেসব বিধি বিধান উক্ত অধ্যাদেশের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সে সব বিধি-বিধান এ সংগঠন মেনে চলবে (অনুমোদিত খসড়া সংঘস্মারক ও সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো) এবং

(গ) সংগঠনটিকে যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সময় সময় উপযুক্ত মনে করে আরোপ করবেন বা নির্ধারণ করে দেবেন তা এ সংগঠনের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। এ ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোন নির্দেশ প্রদান করলে এ সংগঠন কর্তৃক এর সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
অতিরিক্ত সচিব